বিচলিত করে। কৃষকরা নীল চাষ বন্ধ করে দিলেও এ নিয়ে তারা কৃষকদের আর বলপ্রয়োগ করে চাষে বাধ্য করেনি। চম্পারণ কৃষক সত্যাগ্রহ অহিংস পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

**খেদা কৃষক আন্দোলন (Kheda Peasant Movement) :** ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে গুজরাটের খেদা জেলায় এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। চম্পারণ সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে খেদা অঞ্চলের কৃষকদের এটি আর একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন। গান্ধীজীর সঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেলের মতো নেতারাও এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। খেদার কৃষকরা সরকারের কাছে একটি দরখাস্তে ঐ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের জন্য কর-ছাড় দেওয়ার আবেদন করেন। খেদা অঞ্চলের সব জাতিগোষ্ঠীই এই আন্দোলনে সামিল হয়। সরকার খেদার কৃষকদের দাবি খারিজ করে দেয়। প্রশাসন কৃষকদের এই বলে সাবধান করে যে তারা কর না দিলে তাদের চাষের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে এবং কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হবে। কৃষকরা তবুও কর না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রইলো। সরকারী রাজস্ব সংগ্রাহকরা পুলিশের সহায়তায় কৃষকের জমি দখল নিতে শুরু করলো, পুলিশ কৃষকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করতে থাকলো। কিন্তু কৃষকরা কোনরকম জঙ্গি আন্দোলনের পথে গেল না। তারা বিনা বাধায় গ্রেপ্তারী বরণ করতে থাকলো। গান্ধীজীর পরামর্শে এই আন্দোলন ছিল পুরোপুরি অহিংস এবং সুশৃঙ্খল।

এই আন্দোলনের জনসমর্থন দেখে সরকার কৃষকদের সাথে সমঝোতায় আসে। ঐ বছর এবং পরের বছরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের কর মকুব করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয়। কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা হলেও এই আন্দোলনের সাফল্য কৃষকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। অহিংস পথে স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বও এর ফলে বৃদ্ধি পায়।

**মোপলা বিদ্রোহ (Moplah Rebellion) :** কেরালার মাল্লাপুরম জেলার আরনাদ, পশ্চিম ওয়াল্লুভানাদ, উত্তর পোন্নানি প্রভৃতি প্রধানত মোপলা জনসংখ্যা-অধ্যুষিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের ভূস্বামীদের বলা হতো 'জেনমি'। প্রায় সব জেনমিই ছিল হিন্দু—বিশেষত নাম্বুদিরি, রাজা ও মন্দির এবং বেশির ভাগ প্রজা ছিল মোপলা। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ কৃষক এই মোপলারা ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী।

মোপলা কৃষকরা 'জেনমি' বা ভূস্বামীদের নানা ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হতো। ফসল ঠিকমতো উৎপাদন হোক বা না হোক মোপলা কৃষকদের উঁচু হারে কর দিতে বাধ্য করা হতো। তাদের প্রজাসত্ত্বেরও স্থায়িত্ব ছিল না। কারণে-অকারণে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো।

'জেনমি' বা ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে কেরলের মালাবার অঞ্চলে মোপলা কৃষকরা জঙ্গি আন্দোলন শুরু করে। 'জেনমি' বা ভূস্বামীদের সমর্থনে ব্রিটিশ শাসকেরা মোপলা প্রজাদের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করতে চেষ্টা করে। ফলে মোপলাদের সঙ্গে ব্রিটিশ-প্রশাসন ও পুলিশদের সংঘর্ষ বাধে। মোপলারা হিন্দু ভূস্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠান, থানা ইত্যাদি আক্রমণ করতে থাকে। এই সময় হিন্দু ভূস্বামীদের উপর মোপলাদের ৩৫টি ফৌজদারী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এসবের ফলে অনেক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মোপলারা হলো একটি উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী। ব্রিটিশ প্রশাসনও সেইমতো তাদের হাত থেকে 'ভদ্র ও আইন-অনুগত' নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য 'মোপলা হাঙ্গামা (প্রতিরোধ) আইন' বলবৎ করে। তবে কারো কারো মতে, এই সময় কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল প্রজা-কৃষকদের জেনমি বা ভূস্বামী বিরোধী মানসিকতাকে মোপলাদের হিন্দু বিরোধী মানসিকতায় রূপান্তরিত করা। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অনগ্রসর মোপলারা এই জিগিরের শিকার হয়ে দাঁড়াবে।

**বারদোলি কৃষক আন্দোলন (Bardoli Peasant Movement) :** বারদোলি কৃষক আন্দোলন শুরু হয় ১৯২৮ সালে, গুজরাটের সুরাট জেলার বারদোলি তালুকে। স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে চম্পারণ ও খেদার কৃষক সত্যাগ্রহের সাফল্য অন্যান্য অঞ্চলের গরীব কৃষকদেরও উজ্জীবিত করে। বারদোলি তালুকের গরীব কৃষকেরা গান্ধীজী নির্দেশিত অহিংস পথে অসহযোগিতা ও সত্যাগ্রহের নীতিকে আপন করে নেয়। বারদোলির কৃষকদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল খুব গরীব। এরা 'দুবলা' প্রজা নামে পরিচিত ছিল। এদের 'কালিপ্রজা'ও বলা হতো।

১৯২৫-২৬ সালে বারদোলি অঞ্চলে বন্যা হয়। চাষের খুব ক্ষতি হয়। গরীব কৃষকরা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এরই মধ্যে অমানবিক বোম্বে প্রেসিডেন্সির ব্রিটিশ প্রশাসকরা কর-ছাড় দেওয়ার বদলে এই অঞ্চলের কৃষকদের কর ২২ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ব্রিটিশ প্রশাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে। দরিদ্র 'দুবলা' প্রজাদের জীবনে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এই কৃষকেরা আন্দোলন শুরু করে। এই সময় গান্ধীজী বারদোলিতে আসেন। কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন উঁচু মাত্রা লাভ করে। এই আন্দোলন সেই সময় চলতে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ঐ বছরের জন্য কর মকুব করার লিখিত আবেদন করেন বোম্বে প্রেসিডেন্সির গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে উল্টে কর সংগ্রহের দিন ঘোষণা করেন। বারদোলি অঞ্চলের কৃষকদের সভা